খাল কাটার কাজ সর্বত্র এগিয়ে চলেছে

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সারা দেশে হাজার হাজার লোক খাল খনন ও পুনঃখনন কাজে অংশ নিচ্ছে।

খাল খনন কর্মসূচী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে বলে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত খবর উদ্ধৃত করে বাসস খবরে বলা হয়।

ঢাকার অদূরে রায়পুরা থানায় ২৬ হাজার আটশো ফুট দীর্ঘ মহেশপুর-শেরপুর খাল খননের কাজ শনিবার শুরু হয়েছে।

ওই খাল খনন শেষ হলে চরসুবুদ্দী, মির্জানগর ও আদিয়াবাদ ইউনিয়নে দু'হাজার একর জমিতে পানি সেচ সম্ভব হবে এবং এক লাখ ৭৫ হাজার মন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উৎপাদন হবে।

এছাড়াও খালের দু'ধারে রবি ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। এর ফলে প্রায় ৩০ হাজার লোক উপকৃত হবে।

কাস্টো জেলার সারিয়াকান্দি ও গাবতলী থানার মধ্যে পাঁচ মাইল দীর্ঘ সুখদা খাল পুনর্খননের কাজ পুরোদমে চলছে। এই খালটি পুনর্খনন হলে প্রায় দু'হাজার একর জমিতে সেচ সম্ভব হবে।

নোয়াখালী জেলার তিনটি মহকুমায় চারটি খাল পুনর্খনন কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ওই চারটি খাল হচ্ছে হাতিয়া থানার নলচিরা ইউনিয়নে জনবাহিনী খাল, বেগমগঞ্জ থানার কুতুবপুর ও রসুলপুর ইউনিয়নে কুতুবপুর-রসুলপুর খাল, লক্ষ্মীপুর মহকুমার সুকচর ইউনিয়নে পর্বতী মৃণের খাল ও ফেনী মহকুমায় পরশুরাম ও চিথলিয়া ইউনিয়ন কলাপাড়া-চিথলিয়া খাল।

এদিকে নীলফামারী মহকুমায় ৫ মাইলব্যাপী খাতামারী খাল পুনর্খননের কাজ এগিয়ে চলছে। এই খাল থেকে সারা বছর প্রায় পাঁচ হাজার ৮০৫ একর জমিতে পানি সেচ করা যাবে।

রাজশাহী বিভাগে ৬২ হাজার আটশো একরেরও বেশি জমিতে পানি সেচের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২২টি খাল পুনর্খননের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

পিরোজপুর থেকে সংবাদদাতা প্রেরিত অপর খবরে প্রকাশ, পিরোজপুরে ২টি খাল খননের কাজ এগিয়ে চলেছে।

পত্তাশী ইউনিয়নে ৫ মাইল দীর্ঘ ও সৈয়দকাঠি ইউনিয়নে ৩ মাইল দীর্ঘ খাল ২টি খনন করা হলে ৪ হাজার একর জমি সেচ সুবিধা পাবে।

ভোলা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, গত ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর থেকে মহকুমার বোরহানউদ্দিন থানায় তালুকদারের খাল ও ভোলা থানার কালীগঞ্জ খাল স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে কাটা শুরু হয়েছে। খাল ২টির খননকাজ শেষ হলে ২৫ হাজার একর জমি সেচ সুবিধা পাবে।

কিশোরগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার অপর খবরে প্রকাশ, কিশোরগঞ্জে ৩১ হাজার ফুট দীর্ঘ উথারিয়া খাল পুনর্খননের কাজ শুরু হয়েছে। খালটি খনন সম্পন্ন হলে ৪ হাজার একর জমি সেচের সুবিধা পাবে।

মাগুরা মহকুমার সূচীখালী এলাকায় ৪ মাইল দীর্ঘ একটি খাল কাটার কাজ শুরু হয়েছে। এই খাল কাটা সম্পন্ন হলে ২ হাজার একর জমি সেচ সুবিধা পাবে বলে সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মহকুমার চালতাচালি খাল খনন করতে প্রায় ৩১ হাজার ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। উক্ত মহকুমার রহিতা উপ-খালের উপর দুটি বেড়ীবাঁধ তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে।

ঐ জেলার সদর উত্তর মহকুমার

নাটোরে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটায় অংশগ্রহণ করছেন সব স্তরের জনগণ। —দৈনিক বাংলা

টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরে পুরনো লৌহজং-যমুনা খাল খননের কাজ এগিয়ে চলেছে —দৈনিক বাংলা

মঙ্কিচাকান্দি খালের উপর দশটি বেড়ীবাঁধের মধ্যে ৩টি বাঁধ তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার বোরালিয়া মজুয়া খালের উপর ৫টি বেড়ীবাঁধের মধ্যে দুটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং পানি সরবরাহের জন্য ৩টি শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

চাঁদপুর মহকুমার বোয়ালগাড়ি খালের উপর চারটি বেড়ীবাঁধ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

পটুয়াখালীতে জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রায় ৪০০ কোদাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার শিবপুর থানার নিকটবর্তী ধলেশ্বরী নদীর সংযুক্ত লৌহজং খালের পুনর্খনন কাজ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। এ জেলার আরও দুটি খালের পুনর্খনন কাজও অতি শীঘ্র সম্পন্ন হবে। খবর তথ্য বিবরণীর।

খুলনা জেলার বাগাপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ বড়াখালের খালখনন প্রকল্পের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সমাজের সকল স্তরের জনগণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এ খাল খনন প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করছেন।

এ খাল খননকার্য সমাধা হলে বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকার অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, খুলনা জেলার ৩টি মহকুমায় প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ ৯টি খাল খনন প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেয়া হয়েছে।

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার পঞ্চগড় চার মাইল দীর্ঘ, ৩৩ ফুট প্রস্থ ও ৮ ফুট গভীর একটি খাল খনন প্রকল্প ৩রা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

এই খাল খননের ফলে ১৬০০ একর জমির জন্য পানি সেচের ব্যবস্থাসহ দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদন এবং অতিরিক্ত ৪৮০০০ মন খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় কৃষক, শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা, জাতীয় সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ সমাজের সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক জনগণ অংশ গ্রহণ করেন। এ খবর তথ্য বিবরণীর।